# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৪ - ১০ জুলাই, ২০১৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা


## হায় রে শিল্পায়ন!

২৭ জুন একটি সংবাদ হয়তো অনেকের নজরে পড়েছে। ঐদিন ইংরেজি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার 'ব্যবসাপত্র' বিভাগের শীর্ষ সংবাদ হিসাবেই এটা ছিল। ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, বেশ কিছু বড় শিল্প সংস্থা বা কোম্পানি যেভাবে টাকাকড়ির বাজারে সুদ কামানোর ব্যবসা করছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তাদের সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলি বা বড় বড় কোম্পানিগুলো পণ্য বিক্রির মাধ্যমেই মুনাফা করে থাকে (বলা বাহুল্য উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণের কথা তারা বলবে না) এবং এটাই রীতি, কিন্তু বেশ কিছু বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তাদের মুনাফার বেশি অংশটাই বা মোট মুনাফার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসছে টাকা কড়ির বাজারে বিনিয়োগ মারফত সুদের আয় থেকে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ট্রেজারি প্রফিটস'! ব্যাঙ্কের কারবারের মূল কথাটি হল আমানত জমা রাখা এবং সেখান থেকে ঋণ দেওয়া! আমানতের জন্য আমানতকারীদের যে সুদ দিতে হয়, অন্যদিকে যে সুদের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়, এই দুই সুদের পরিমাণের ব্যবধানটাই হল ব্যাঙ্কের মুনাফা। এটাই ব্যাঙ্কের ব্যবসা। কিন্তু শিল্পসংস্থার ব্যবসা বা কর্মক্ষেত্র তো আলাদা, সুদের কারবার তো তাদের নয়। অথচ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখিয়েছে যে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মতো বিশাল কোম্পানির টাকাকড়ির ব্যবসায় আয়ের পরিমাণ ৮,০০০ কোটি টাকা। যা কোম্পানির মুনাফার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।

শুধু রিলায়েন্স নয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা বলছে, নানা শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে কারবার করছে এমন নন-ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলোর (অর্থাৎ টাকাকড়ির বাজারের কারবারি নয় বলে পরিচিত যে সব সংস্থা) ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 'আদার ইনকাম' বা 'অন্যান্য আয়'-এর পরিমাণ তাদের ব্যালান্স সিটে ক্রমাগত বাড়ছে। পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন ও বিক্রি করে এই সব কোম্পানির যা মুনাফা হয়, তার বাইরে টাকাকড়ির (ফিনান্স) বাজারে সুদ থেকে তাদের যে মুনাফা তাকেই ব্যালান্স সিটে 'আদার ইনকাম' বা 'ট্রেজারি ইনকাম' হিসাবে দেখানো হয়। এরপরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মন্তব্য— শুধু সুদ বাবদ যা আয় করে শিল্পসংস্থা বা এন এফ সি-গুলো, তার পরিমাণ বেশ কিছু ব্যাঙ্কের মোট মুনাফার চাইতেও বেশি। অর্থাৎ সুদ বাবদ আয়ই যাদের প্রধান আয়, সেই ব্যাঙ্ক ব্যবসার থেকেও সুদের কারবার থেকে বেশি মুনাফা করছে শিল্প সংস্থারা।

এই যে কোম্পানিগুলো বিশাল পুঁজি নিয়ে টাকাকড়ির বাজারে যাচ্ছে, তার কারণ কী? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে, এদের হাতে নগদ 'অলস টাকাকড়ির' পরিমাণ বিপুল। অর্থাৎ শিল্পে বিনিয়োগ না করা টাকাকড়ির সঞ্চয় বিরাট, যাকে বলা হচ্ছে, 'আইডল ক্যাশ' বা 'অব্যবহৃত নগদ টাকা'। এর হিসাবও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়েছে। যেমন বিশাল আই টি কোম্পানি ইনফোসিসের ২০১৪ সালে নগদ টাকার উদ্বৃত্তের পরিমাণ হচ্ছে ২৫,৯৫০ কোটি টাকা। একই জাতের কোম্পানি টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এর নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৪,৪৪২ কোটি টাকা। শুধু বেসরকারি ক্ষেত্র নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস (ভেল)-এর নগদ টাকার উদ্বৃত্ত হচ্ছে ১২,০২০ কোটি টাকা। সান ফার্মা কোম্পানির উদ্বৃত্ত হচ্ছে ৭, ৫৯০ কোটি টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে, এইসব কোম্পানিগুলো এখনও ঋণের বাজারে কারবার করছে না, তবে কোথায় টাকা খাটিয়ে সুদ বাবদ

*আটের পাতায় দেখুন*

# 'কড়া ব্যবস্থা' কেন জনগণের বিরুদ্ধেই

লোকাল ট্রেনগুলিতে আশি কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল মোদি সরকার। এক দিকে দেশজুড়ে প্রবল জনবিক্ষোভ, অপর দিকে কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আতঙ্কই তাদের বাধ্য করল এই সিদ্ধান্ত নিতে। মাসিক টিকিটেও দ্বিগুণ ভাড়াবৃদ্ধি স্থগিত রেখে ১৪.২ শতাংশ ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণা করেছে সরকার। এতে অল্প কিছু মানুষের খানিকটা রেহাই হলেও বিরাট সংখ্যক মানুষের উপর বোঝা চেপেই রইল। তা ছাড়া ৬.৫ শতাংশ পণ্য মাশুল বৃদ্ধির সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

ভাড়াবৃদ্ধি-মাশুলবৃদ্ধি ঘোষণা হতেই দেশজুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে সাধারণ মানুষ। এমন ক্ষোভ নিকট অতীতে দেখা যায়নি। শপথের এক মাসও হয়নি, তারমধ্যেই সরকার যেভাবে এই বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দিল, তা-ও নজিরবিহীন। এবার বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো বহু রাজ্যেই বিজেপিকে ভোটে বহু মানুষ সমর্থন করেছিল। সেই সব মানুষও স্বপ্ন-ভঙ্গের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বলেছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধে মোদির প্রতিশ্রুতির এক মাসও হয়নি, এর মধ্যেই এমন করে রেলভাড়া বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া তো মানুষের সাথে প্রতারণা। আসলে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্রে জর্জরিত নিরুপায় মানুষ খড়কুটোর মতো বিজেপির কর্পোরেট প্রচারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে আঁকড়ে ধরেছিল। না হলে, বিজেপি কোনও নতুন দল নয়। আগে সরকার চালায়নি এমনও নয়। বাজপেয়ীর পাঁচ বছরের (১৯৯৯-২০০৪) শাসনের সীমাহীন দুর্নীতি এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা মানুষের আছে। তবু ইউ পি এ শাসনে জেরবার মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছিল, কিছুটা সুরাহা যদি বিজেপি সরকার করে! কিন্তু এক মাসের মধ্যেই যে সেই স্বপ্ন এমন করে অলীক বলে প্রমাণ হয়ে যাবে, এটা দেশের মানুষ বোধহয় ভাবেনি। তাই তো রাগে, ক্ষোভে মানুষ বলেছে, এই যদি মোদি ঘোষিত 'সুদিনের' নমুনা হয়, তবে দুর্দিন আর কাকে বলবেন বিজেপি নেতারা! বহু জায়গায় সাধারণ যাত্রীরা নিজেরাই রেললাইনের উপর বসে পড়ে ট্রেন আটকে দিয়েছে।

*২৮ জুন রাজ্যের অন্যান্য বহু স্টেশনের মতোই জয়নগরেও রেল অবরোধ করে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায় শত শত মানুষ*

*তিনের পাতায় দেখুন*

**কমরেড ইয়াকুব পৈলান স্মরণসভায়**
**কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ দুয়ের পাতায়**

# সিন্ডিকেট ঃ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের এক নমুনা

বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যে সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একের পর এক হতাহতের ঘটনা ঘটছে। বোমা, কাটারি, চপার নিয়ে আক্রমণ, এমনকী তৃণমূলের পার্টি অফিসে ঢুকে যুবক খুনের ঘটনাও ঘটেছে। দু'দলের সংঘর্ষ থামাতে পুলিশের হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক দাদা তথা শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের দফায় দফায় বৈঠক, সবই চলছে। তবুও গণ্ডগোল থামার কোনও লক্ষণ নেই। সোদপুর, পানিহাটি, দমদম, রাজারহাট-নিউটাউন থেকে শুরু করে বর্ধমানের জামুড়িয়া সর্বত্রই সিন্ডিকেটের দখল নিয়ে এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন।

ইমারতি দ্রব্যের কারবারিদের সঙ্ঘ সিন্ডিকেট। এক একটি সিন্ডিকেটের পিছনে থাকে দাগি দুষ্কৃতী, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, পুলিশ ও অন্যান্য ক্ষমতালোভী মানুষ। সিন্ডিকেট এমনই শক্তিশালী চক্র এবং তাতে রাজনৈতিক দলগুলির দাদাগিরি এতটাই বেপরোয়া যে, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাড়ি তৈরির মালমশলা না কিনলে এমনকী সরকারি কাজও বন্ধ হয়ে যায়। বাজারদরের থেকে বেশি দামে সিন্ডিকেট থেকে জিনিস কিনতে হয়। এদের দাবি মতো ডোনেশন না দিলে অথবা সিন্ডিকেটগুলি থেকে বাড়ি তৈরির মালমশলা না কিনলে এলাকায় কোনও বাড়ির একটা ইঁটও গাঁথা যাবে না। দাগি আসামীরাও জেল থেকেই ফোন করে প্রোমোটারদের নির্দেশ দেয়, কোন সিন্ডিকেট থেকে মালপত্র কিনতে হবে। একই সঙ্গে চলে জমি কেনাবেচার দালাল চক্র। এক একটি সিন্ডিকেটের দখল থাকে শাসক দলের একেকজন নেতা বা মন্ত্রীর হাতে। বর্তমানে বাজার সংকটের অনিবার্য পরিণামে আবাসন শিল্পে চলছে মন্দা, অথচ সিন্ডিকেটের সংখ্যা অনেক। সেজন্য বরাত পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে সিন্ডিকেট চক্রগুলি। এই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ছে তারা।

সিপিএমের আমলে রাজারহাট উপনগরী তৈরির হাত ধরেই

*সাতের পাতায় দেখুন*

# শিবদাস ঘোষের শিক্ষার এক সার্থক সৃষ্টি ইয়াকুব পৈলান — এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি

## জয়নগরের স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

(এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান প্রয়াত হন ১৪ জুন। ২২ জুন জয়নগর-মজিলপুর মিউনিসিপ্যালিটি মাঠে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর বক্তব্য এখানে প্রকাশ করা হল।)

আজকের এই স্মরণ সভায় বলবার জন্য আমাকে বলা হয়েছে, কিন্তু বলাটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন (কণ্ঠস্বর কিছুটা রুদ্ধ হয়ে যায়)। ১৯৫১ সাল থেকে এই জেলায় আমি নিয়মিত আসি, প্রতিবারই দেখা হত, নানা কথা হত। আজই প্রথম, যখন আর কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। এটা যে কত দুঃখের, আপনাদের কী করে বোঝাব! আপনারা জানেন আমাদের দলটা একটা পরিবার। নিছক কিছু এম এল এ, এম পি করার, মন্ত্রী হওয়ার সংগঠন এটা নয়। এটা একটা বিপ্লবী দল। আমাদের দলের অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটা গভীর নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক মহান নেতা বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আপনারাও শোকার্ত। কয়েকদিন ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, তার মধ্যেই এত দূর দূর থেকে আপনারা দলে দলে এসেছেন। আজ হাজার হাজার মানুষ চোখের জল ফেলছেন এমন একজন মানুষের জন্য, যাঁর নাম কোনও খবরের কাগজে নেই, রেডিওতে, টিভিতে নেই। রেডিও-টিভিতে, খবরের কাগজে যাঁদের নাম প্রচার হয়, তাঁদের জন্য মানুষের এ ধরনের চোখের জল আসে না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কাউকে হারালে, আপনজনকে হারালে অন্তরের গভীর থেকে যে ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি হয়, তার থেকে যে চোখের জল আসে, এই চোখের জল টাকা দিয়ে কেনা যায় না, পাওয়া যায় না। এত বড় একজন মানুষ, তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি, হাটে চাল বিক্রি করতেন, কলকাতার দোকানে চাল বিক্রি করতেন, দর্জির কাজ করতেন। সম্পূর্ণ অখ্যাত অজ্ঞাত এবং প্রথাগত শিক্ষার থেকে বঞ্চিত এমন একজন মানুষ, কত হাজার হাজার মানুষের অন্তরকে কীসের শক্তিতে জয় করতে পারলেন, এটা বুঝতে পারার সাথেই আমি মনে করি, কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে বোঝা, তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, তাঁর জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সার্থকতা যুক্ত হয়ে আছে।

ইতিহাসের শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা, তাকে ভিত্তি করে মার্কসবাদের শিক্ষা হচ্ছে যে, কোনও প্রতিভা কোনও ক্ষমতা কোনও যোগ্যতা কারও জন্মগত নয়, ঐশ্বরিক শক্তিদত্ত নয়। যে কোনও একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিবেশের সাথে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, তার বিকাশ ঘটতে থাকে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কোন পথে সংগ্রাম করছি, কোন আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছি এবং এই সংগ্রাম জীবনের সর্বদিকব্যাপী কি না, তার ওপর নির্ভর করছে, কে কতটা ক্ষমতার অধিকারী হবে। শ্রদ্ধেয় কমরেড ইয়াকুব পৈলানের মুখ থেকে আমার শোনা, প্রথম জীবনে নিজে দারিদ্রের সাথে লড়াই করেছেন, আরও যাঁরা গরিব, তাঁদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর মনকে খুবই বিচলিত করত। আবার প্রথম জীবনে তিনি ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান, ভাগ্য বা কপাল, এগুলি যেমন মানতেন, আবার এ প্রশ্নও তাঁকে ধাক্কা দিত যে, এই চরম দারিদ্র্য-অত্যাচার এ সবই চলতে থাকবে? এর কি কোনও পরিবর্তন নেই? তিনি দেখেছেন এক সময় সুদূর অতীতে ধর্ম প্রবর্তক মহান মানুষ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাঁদের সময়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, আজকের দিনে ধর্মের কথা আছে, কিন্তু কোনও লড়াই নেই, আছে শুধু কিছু আচার অনুষ্ঠান। আজ কোনও ধর্মই কোনও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও লড়াইয়ে নেই, মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেই। এই প্রশ্ন তাঁর মনে বার বার ধাক্কা দিত।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যখন তিনি চলছেন তখন তাঁর সাথে পরিচয় ঘটল যাঁর, তাঁর নাম আপনারা অনেকেই জানেন না, তিনি হচ্ছেন প্রয়াত কমরেড জিয়াদ আলি বক্সি, এই জেলারই আর একজন সেই সময়ের কর্মী। তিনি পরবর্তীকালে বীরভূম জেলায় প্রয়াত কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর সহযোদ্ধা হিসাবে পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। এই কমরেড জিয়াদ আলি বক্সি ১৯৪৯ সালে আমাদের দলের আর একজন প্রথম সারির নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সাথে কমরেড ইয়াকুব পৈলানের যোগাযোগ করিয়ে দেন। কমরেড শচীন ব্যানার্জীর পরিচয় এখানে যাঁরা এই শহরের বা এ জেলার বয়স্ক মানুষ আছেন, তাঁরা জানেন। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় জেলের মধ্যে। কমরেড শচীন ব্যানার্জী সেই যুগে বিপ্লবী দল যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই শহরে বেশ কিছু ক্লাব তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কমরেড ঘোষ এ দেশের বুকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার যে কঠোর কঠিন ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, কমরেড শচীন ব্যানার্জী সেই সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা হিসাবে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনিই কমরেড শিবদাস ঘোষকে এই শহরে নিয়ে আসেন। ১৯৪৮ সালে এই জয়নগর শহরেই প্রথম এ দেশের যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর প্রতিষ্ঠা হয়। কমরেড শচীন ব্যানার্জীর মাধ্যমে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে দলে যুক্ত হন। কমরেড শচীন ব্যানার্জী এবং কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সুন্দরবন সংলগ্ন নদীর দু'ধারে ভাগচাষি, খেতমজুর ও গরিব চাষিদের নানা দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সংগ্রামেরই অন্যতম বীর যোদ্ধা ছিলেন কমরেড ইয়াকুব পৈলান। কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড রবিন মণ্ডল (এখন অত্যন্ত অসুস্থ), প্রয়াত কমরেড রেণুপদ হালদার, তার কিছুদিন বাদে কমরেড আমির আলি হালদার, আরও কিছুদিন পরে কমরেড নলিনী প্রামাণিক এবং এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় অনেক গরিব মানুষের ঘর থেকে আসা যোদ্ধারা এই সংগ্রামে সামিল হন। এই সংগ্রাম চলাকালীন— কমরেড শচীন ব্যানার্জীর মাধ্যমে মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসার পর, কমরেড ইয়াকুব পৈলানের জীবনের বিরাট রূপান্তর ঘটে। তিনি বুঝতে পারেন, সমস্ত ধর্মের মূল যে শিক্ষা— অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই, মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই, যা নিয়ে একদা ধর্ম মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল, আজ তার সেই ভূমিকা নিঃশেষিত। আজ চাই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, আজকের যুগে এটাই শোষিত মানুষের যথার্থ ধর্ম। একে সামনে রেখেই, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে, তিনি একজন যথার্থ কমিউনিস্ট হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে সামিল হন।

তখন এ জেলায় গ্রামে গ্রামে যাতায়াতের কোনও পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল না। বাস ছিল না, ভ্যান রিক্সা ছিল না। আমারও মনে আছে, ১৯৫১ সালে হাঁটা পথে, নদী পথে, কাদা পথে, দিনের পর দিন কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড ইয়াকুব পৈলান, আরও অনেকে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন, গরিব ভাগ চাষি, খেতমজুরদের মধ্যে যাচ্ছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করছেন। এমন একটা সময়ে যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিচয় ছিল না এ দেশে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টিকে কেউ জানতই না, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করা, এই দল গড়ে তোলার কাজে সামিল হওয়া, জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে এই সংগ্রামে সামিল হওয়া, আমি মনে করি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত বিরল দৃষ্টান্ত। যে নেতাকে কেউ চেনে না, জানে না, যে দলের কোনও নাম নেই, পরিচয় নেই, সেই নেতাকে সামনে রেখে, জীবনের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সেই সময় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, যেমন কমরেড ইয়াকুব পৈলানও এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের এই সংগ্রাম মহৎ দৃষ্টান্তমূলক। কমরেড শিবদাস ঘোষেরই তখন খাবার জুটত না। কমরেড ইয়াকুব পৈলানরাও দিনের পর দিন না খেয়ে এখানে-সেখানে ঘুরেছেন। জমিদার-জোতদারের লাঠিয়াল তাড়া করছে, সরকারের পুলিশ বাহিনী আক্রমণ করছে, বহু জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন, মারও খেয়েছেন। কোনও দিন একমুঠো ভাত জুটেছে, একমুঠো মুড়ি জুটেছে, কোনও দিন তাও জোটেনি কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড ইয়াকুব পৈলানদের। দিনরাত ঘুরে ঘুরে সংগঠন করেছেন। সেই সময়ে এই শহরের কয়েকজন যাঁরা নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন পর পর, তাঁরা মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা পরিবারের সাথে জড়িয়ে থাকার ফলে বেশিদূর এগোতে পারছিলেন না। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন তাঁরা। তখন বহু কমরেড কারারুদ্ধ। পুলিশের তাড়ায় এলাকা ছাড়া। দলের প্রয়োজনে কমরেড শচীন ব্যানার্জী ওড়িশা যাচ্ছেন, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী বিধানসভায় পার্টির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, তিনি তাতে ব্যস্ত থাকছেন। জেলায় পার্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব কে নেবেন, এই সমস্যা দেখা দিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, কমরেড ইয়াকুব পৈলানই একমাত্র এই দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য। প্রশ্ন দেখা দিল, তিনি লড়াইয়ের সৈনিক, কিন্তু লেখাপড়া জানা নেই, এ দায়িত্ব পালন করতে কি পারবেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, কমরেড ইয়াকুব পৈলানই পারবে। তিনি হীরে চিনতেন। কমরেড পৈলান সাহেবকেও চিনতে তিনি ভুল করেননি। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী জেলার কর্মীদের নিয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিলেন। কমরেড ইয়াকুব দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তিনি ছুটলেন কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে। বললেন, এতবড় দায়িত্ব আমি কী করে সামলাব? শহরের এতসব শিক্ষিত লোক, গ্রামের সংগঠকরাও অনেকেই লেখাপড়া জানা, আমার লেখাপড়া জানা নেই, অভিজ্ঞতা নেই, কী করে সামলাব? কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের কথা বললেন — আমি যখন শুরু করেছিলাম, কী নিয়ে শুরু করেছিলাম? বললেন, ছোটবেলায় পড়েছিলাম, বিদ্যাসাগরের কথা — 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, সকলে পারিবে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা'। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, 'আমি বলেছিলাম, অপরে পারিবে না যাহা, বিপ্লবের জন্য আমি করিব তাহা। আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়েছি। আপনিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোবেন। আপনার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।' ইতিহাস বলে— কমরেড শিবদাস ঘোষের এই আস্থার মূল্য দিয়েছেন কমরেড ইয়াকুব পৈলান। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সংগ্রাম করুন, নিজেকে পাল্টান, নিজেকে গড়ে তুলুন, সকলকে নিজের গুণে জয় করুন। কমরেড ইয়াকুব পৈলান দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। দিবারাত্র একটা অক্লান্ত সাধনা। হাটে চাল বিক্রি করে, দর্জির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা একজন মানুষ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে

*পাঁচের পাতায় দেখুন*

# অনেক দিন রেলের ভাড়া বাড়েনি? এ কথা সত্য নয়

*একের পাতার পর*

ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণার পর থেকেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিবাদে নেমেছে। হাটে-বাজারে-স্টেশনে স্কোয়াড করে প্রচার করেছে, জনসাধারণের সঙ্গে মোদি সরকারের প্রতারণার নানা দিক তুলে ধরেছে। মানুষ ভিড় করে শুনেছে সেই বক্তব্য। বহু জায়গায় দলের কর্মীদের সঙ্গে ট্রেনলাইন অবরোধে সামিল হয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনের ভলান্টিয়ার হতে চেয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন। শুধু এ রাজ্য নয়, সারা দেশেই মানুষের বিক্ষোভের চিত্র একই রকম।

### আমলা-পুঁজিপতিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'কড়া ব্যবস্থা' নেই

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অর্থনীতির উন্নতি ঘটাতে আমাদের কড়া ব্যবস্থা নিতেই হবে। অর্থাৎ তিনি ভাড়াবৃদ্ধিকে উন্নয়নের প্রয়োজনে 'কড়া ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কড়া ব্যবস্থা শুধু সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কেন? ভাড়াবৃদ্ধি-মাশুলবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে কোথাও তো দুর্নীতির বিরুদ্ধে বা রেলের মাথা ভারি প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করা হয়নি। রেলে ব্যাপক চুরি-দুর্নীতির কথা কি প্রধানমন্ত্রীর অজানা? তার বিরুদ্ধে 'কড়া ব্যবস্থা' নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর মাথায় এল না কেন? কেন রেলের অপ্রয়োজনীয় হাজার হাজার অফিসার, আমলা, নানা উপদেষ্টা কমিটি, বোর্ড সদস্য নামক সাদা হাতিগুলি পোষা হচ্ছে? তাদের বিপুল বেতন এবং অসংখ্য রকমের সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাইয়ের কথা কেন বলা হল না? নাকি চুরি-দুর্নীতি আর সাদা হাতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়বে? প্রধানমন্ত্রী কেন জনগণের ঘাড়ে বোঝা চাপানোর আগে সাংসদ-মন্ত্রীদের বিপুল পরিমাণ বেতন এবং অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাইয়ের কথা ভাবলেন না? বড় বড় শিল্পপতিরা, কোম্পানিগুলি যে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে চলেছে, কেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন না? তা হলে তো জনগণ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতাই প্রমাণিত হত। রেলের যে বিপুল পরিমাণ জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে, জনগণের উপর বোঝা চাপানোর আগে সেগুলিকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে আয় বাড়ানো যায়, সরকারের তা দেখা উচিত ছিল না কি? এ সব কোনও কিছুই না করে ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা এমনিতেই হাজারটা সংকটে নুয়ে পড়া জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। নাকি প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন, অসংগঠিত অসচেতন সাধারণ মানুষ হচ্ছে সহজ টার্গেট, যত আক্রমণই তাদের উপর নামিয়ে আনা হোক না কেন, তারা শত কষ্টেও তা মেনে নেবে? তা হলে তাঁর এই ভাবনা যে কতখানি ভ্রান্ত তা এবারের দেশজোড়া প্রবল বিক্ষোভ প্রমাণ করে দিয়েছে।

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কতকগুলি কুযুক্তির অবতারণা করেছেন। বলেছেন, ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকার নেয়নি। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের সিদ্ধান্ত তাঁরা কার্যকর করেছেন মাত্র। কেন, কে তাঁদের মাথার দিব্যি দিয়েছিল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে! তাঁরা তো কংগ্রেস সরকারের এমন একটি জনবিরোধী সিদ্ধান্ত পত্রপাঠ বাতিল করতে পারতেন! কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির থেকে রেহাই পেতেই তো মানুষ তাদের ভোট দিয়েছিল। ভোটের প্রচারে তাঁরা যখন জনতাকে দেদার প্রতিশ্রুতি বিলিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা কেন বলেননি যে, ক্ষমতায় গিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন? এ-ও তো মানুষের সাথে প্রতারণা।

### অনেক দিন ভাড়া বাড়েনি, এটা মিথ্যা প্রচার

জেটলি বলেছেন, দীর্ঘ এক দশকের বেশি ভাড়া না বাড়ানোর ফলে ভাড়াবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। জেটলি কি এ-ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলেছেন? একেবারেই না। গত বছর জানুয়ারিতে ঠিক এবারের মতোই পার্লামেন্টকে এড়িয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে রিজার্ভেশন চার্জ, তৎকাল চার্জ, ক্যানসেলেশন চার্জ, সুপারফাস্ট সারচার্জের নামে ২০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল। ন'মাস আগে, গত অক্টোবরে স্লিপার ক্লাস, এ সি ক্লাসের ভাড়া এবং পণ্য মাশুল বাড়ানো হয়েছে। লোকাল ট্রেনের ভাড়াও খুচরোর সমস্যা এবং স্টেজ অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা বলে বাড়ানো হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে মাসিক টিকিটের দাম। এ ছাড়াও নানা ভাবে যাত্রীদের উপর বোঝা নিয়মিতভাবে চাপানো হয়েছে। এ কথা সত্য, জনসাধারণ এ-সব তথ্য সবসময় মনে রাখতে পারে না। জনগণের বিস্মৃতির সুযোগ নিয়েই কি জেটলিরা এই মিথ্যাচার করছেন? অর্থমন্ত্রী রেলে ভাড়াবৃদ্ধি অনিবার্য ছিল বলে বলেছেন। এ কথাও কি ঠিক? এই তো মাত্র পাঁচ বছর আগে প্রথম ইউ পি এ সরকারে যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন লালুপ্রসাদ, তখন তো রেলে তাঁর সাফল্যে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম এবং তাবড় অর্থনীতিবিদরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে নিয়ে গিয়ে কোথায় আই আই এম এস, কোথায় হার্ভার্ডে পর্যন্ত বক্তৃতা দেওয়ানো হয়েছে। গত পাঁচ বছরে কী এমন ঘটল যে রেলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল? বরং যে বিনা টিকিটের যাত্রীর কথা তাঁরা হয় কথায় নয় কথায় উচ্চারণ করতেন, তা তো এখন নেই বললেই চলে। এবং যাত্রীর সংখ্যাও এখন আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তা হলে রেলে লোকসানের গল্প কি সদ্য মন্ত্রী হওয়া জেটলির কল্পনা নয়! ভাড়া বাড়ানোর আগে সরকারের উচিত ছিল রেলের আয়-ব্যয় তথা লাভ-লোকসানের হিসেব জনসমক্ষে প্রকাশ করা। না হলে, যে সরকার ক্ষমতায় বসার এক মাসের মধ্যেই জনগণের উপর এতখানি বোঝা চাপাতে পারে, তাদের দেওয়া তথ্য জনগণ চোখ বুজে বিশ্বাস করে কী করে!

অতীতেও সরকার যখন ভাড়া বাড়িয়েছে, জেটলির মতোই যুক্তি হিসেবে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার কথা তুলে ধরেছে। নিত্যযাত্রী মাত্রেই জানেন, এ সবই ভুয়ো প্রতিশ্রুতি, সরকারের বাঁধা গতের বুলিমাত্র। লোকাল ট্রেনেও যেমন স্বাচ্ছন্দ্য একটি হাস্যকর বিষয়, তেমনই দূরপাল্লার ট্রেনেও যতদিন যাচ্ছে, ততই তা অধরা হয়ে উঠছে। আর দূরপাল্লার ট্রেনে দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে। অর্থমন্ত্রী কি মনে করেন, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার এই ঘাটতি অর্থের অভাবের জন্য হচ্ছে? যাত্রীদের সম্পর্কে এই সমস্ত মন্ত্রী-আমলাদের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকলে এমন দুর্ঘটনা অনেকখানিই আটকানো যেত। তা ছাড়া পরিবহণ সমস্ত ধরনের মানুষের অবশ্য ব্যবহার্য একটি পরিষেবা। কোনও গণতান্ত্রিক দেশে এটিকে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে ভাবা হয় না। বিজেপি নেতারা কি দেশের মানুষকে এ কথা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন?

### প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক কি

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি এমন একটা সময়ে দেশের রাশ হাতে নিয়েছেন, যখন আগের সরকার সব শূন্য করে দিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটা অনেকটা চেনা চেনা ঠেকছে না কি! আগেকার প্রধানমন্ত্রীরা, যাঁরা যখন ক্ষমতায় বসেছেন তাঁরা প্রত্যেকে প্রথমেই এই কথাটা উচ্চারণ করেননি কি? এমনকী এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও আমরা অহরহ ঠিক এই কথাটাই শুনছি যে, তিনি যে জনগণের কল্যাণে কিছুই করতে পারছেন না, তার কারণ আগের সরকার সব ফাঁকা করে রেখে গেছে। তাই তো গণবিক্ষোভ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে ক্ষুব্ধ মানুষ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে যে, কংগ্রেস সরকার যদি সরকারি কোষাগার ফাঁকা করে গিয়ে থাকে, তার সঙ্গে দেশের আমজনতার পকেটও তো ফাঁকা করে দিয়ে গেছে। তা হলে আবার তাদের চাপানো এই বাড়তি বোঝা জনগণ বইবে কী করে? তাঁর 'জনতার সরকার' তো শুধু ভাড়াবৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হয়নি। গ্যাস, কেরোসিন, ডিজেল, সার, চিনি, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা মাত্র এক মাসেই চাপিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে জনগণের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা তাঁর সরকার করেছে কি? দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের লাভ-লোকসান নিয়ে তাঁরা এত চিন্তিত, অথচ সাধারণ মানুষের দুর্দশা-দুর্ভোগ সম্পর্কে তাঁদের কোনও চিন্তা নেই কেন?

সরকার তেল-গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে, না হলে নাকি রিলায়েন্সের লাভ কম হচ্ছে। চিনির দাম বাড়াচ্ছে, না হলে নাকি চিনিকলের মালিকদের ক্ষতি হচ্ছে। বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে, না হলে নাকি গোয়েঙ্কা, রিলায়েন্স, টাটাদের ক্ষতি হচ্ছে। আর এই মূল্যবৃদ্ধি যাদের থেকে উশুল করা হবে, সেই জনগণের ক্ষতি মেটাবে কোন সরকার? এই সরকার কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে, তাদের এই এক মাসের আচরণেই তা দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দীর্ঘ দিন ধরেই একটি কথা বলে আসছে, ভোটের সময়েও বারে বারে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছে, তা হল, কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপিই আসুক, বা বুর্জোয়াদের অন্য কোনও জোটই আসুক, তাতে সরকারের নীতির কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। এই সরকারগুলি আসলে পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। কোনও একটি সরকার সম্পর্কে যখন জনগণের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়, তখন পুঁজিপতিরা তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী আর একটি দলকে সরকারে তথা এই ম্যানেজারিতে বসায়। ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিজেপির সিদ্ধান্ত সেই বক্তব্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করছে।

### চাই সংগঠিত প্রতিরোধ

আসলে আম্বানি-আদানিরা মোদির ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। নির্বাচনে যে হাজার হাজার কোটি টাকা মোদিকে বাজি রেখে তারা ঢেলেছিল, তা দ্রুত উশুল করতে চাইছে। তাদের কাছে বিজেপি তথা মোদির যে গোপন প্রতিশ্রুতি ছিল তা পালন করতেই গদিতে বসতে না বসতে এই ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। সে জন্যই প্রকাশ্যে যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দেশের মানুষকে দিয়েছিলেন তাকে নস্যাৎ করতে তাদের এতটুকুও বাধল না। স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিপতিরা উল্লসিত। তারা তো এটাই চেয়েছিল। জনগণের ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, করের বোঝা চাপাও, আর পুঁজিপতিদের সব কিছুতে ছাড় দাও। আজ এ কথাটা পরিষ্কার করে দেশের মানুষকে বুঝতে হবে যে, ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তন তাদের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটাবে না। বরং যে সরকারে বসবে সে-ই একই কাজ করবে। মানুষ যত অসংগঠিত অসচেতন থাকবে তত আরও বেশি করে করবে। মনে রাখতে হবে, রেলভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশের মানুষের সামান্য বিরোধিতাই সরকারকে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। ফলে মানুষ যত বেশি সংগঠিত এবং সচেতন হবে, যত বেশি আন্দোলনে এগিয়ে আসবে, তত বেশি সরকার তথা পুঁজিপতি শ্রেণির আক্রমণ রুখে দেওয়া সম্ভব হবে।

**গত বছর জানুয়ারিতে রিজার্ভেশন চার্জ, তৎকাল চার্জ, ক্যানসেলেশন চার্জ, সুপারফাস্ট সারচার্জের নামে ২০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল। গত অক্টোবরে স্লিপার ক্লাস, এ সি ক্লাসের ভাড়া এবং পণ্য মাশুল বাড়ানো হয়েছে। লোকাল ট্রেনের ভাড়াও খুচরোর সমস্যা এবং স্টেজ অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা বলে বাড়ানো হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে মাসিক টিকিটের দাম।**

## মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের জয়

রাজ্য সরকারের অধীন ৫৬টি ব্লাড ব্যাঙ্কে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বেতন বেড়ে মাসিক ১১ হাজার টাকা হল। এই কর্মচারীরা আগে দৈনিক ২৪৩ টাকা হিসাবে মাসে ২৬ দিনের বেতন পেতেন। অর্থাৎ মাসে তাঁদের বেতন দাঁড়াত ৬৩১৮ টাকা। বেতনবৃদ্ধি, স্থায়ীপদে নিয়োগ, বকেয়া প্রদান প্রভৃতি দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত অল বেঙ্গল প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের দীর্ঘ আন্দোলনে সম্প্রতি বেতন বৃদ্ধির দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। এই জয়ের জন্য কর্মচারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষ এবং সম্পাদক মানস মুখার্জী।

# যোগ্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে নীরবে সাধনা করেছেন

*দুয়ের পাতার পর*

নিজেকে যোগ্য কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নীরবে নিভৃতে সাধনা চালিয়ে গেলেন। তাঁর কিছুটা সাক্ষী আমি, আর আমার সাথে এসেছেন কমরেড রণজিৎ ধর তিনিও।

আমাদের দলে এখন অনেক শিক্ষিত কমরেডও আছেন, তাঁদের কাছেও এ দিকটা দৃষ্টান্তমূলক এবং শিক্ষণীয়। কমরেড ইয়াকুব পৈলানের জ্ঞানের পিপাসা ছিল প্রবল। তিনি খুবই পরিশ্রম করে শুধু পার্টির বই পড়তে শিখেছেন তাই নয়, তার মর্মকথা উপলব্ধি করার জন্য কঠিন পরিশ্রমও করেছেন। তাঁর প্রথাগত পড়াশোনা কতটুকু? হয়তো ক্লাস থ্রি-ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন, হয়তো তাও করেননি, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু যেটা বুঝতে পারছেন না, ধরতে পারছেন না, তা বোঝার অক্লান্ত চেষ্টা তাঁর থাকত। যাঁকেই পেতেন, জিজ্ঞাসা করতেন, এটার উত্তর কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও। এমনকী ইংরেজি কাগজ পর্যন্ত। যাঁরা ইংরেজি জানতেন, তাঁদের বলতেন বাংলা অনুবাদ করে দাও। আপনারা অনেকেই জানেন না, আজকের সভার সভাপতি কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কীভাবে দলে যুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর বাড়ির সকলেই পার্টির সমর্থক, কেউ কেউ কর্মীও হয়েছেন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার শিক্ষকতা করতেন, পার্টিকে সমর্থন করতেন। আমাদের দলের তৎকালীন ইংরেজি মুখপত্র সোস্যালিস্ট ইউনিটি-র বাংলা অনুবাদ জানবার জন্য, কমরেড ইয়াকুব পৈলান কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের কাছে নিয়মিত যেতেন। এই পথেই কমরেড পৈলানের সাহচর্যে তিনি ধীরে ধীরে পার্টিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার স্থানে এসেছেন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার আজও এ কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। আমাদের দলের কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাসংবলিত এমন কোনও পুস্তক নেই, যে পুস্তক পৈলান সাহেব বারবার পড়েননি, শোনেননি, আয়ত্ত করার জন্য সংগ্রাম করেননি। মার্কসবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন। এই দর্শনের মূল কথা কী— এ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি এমন একটা উন্নত স্তরে ছিল যা ভাবলে আমাদের অনেক শিক্ষিত কমরেডরা লজ্জা পাবেন। আমাদের সাথে অনেক আলোচনা হত। দেখা হলেই জানতে চাইতেন। দর্শন, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতীয় পরিস্থিতি, রাজ্যের পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকট, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিপদ, ফ্যাসিবাদের সংকট, এমন কোনও বিষয় ছিল না, যে সম্পর্কে তাঁর উন্নত উপলব্ধি ছিল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতেন। সেই জন্য আমি বলছি, জ্ঞানের বিরল পিপাসা তাঁর মধ্যে দেখেছি। আসলে কমরেড ঘোষের শিক্ষা থেকে তিনি জানতেন, সর্বহারা বিপ্লবে জ্ঞানের শক্তিই আসল শক্তি। যে কোনও বই বেরিয়েছে, গণদাবী বেরিয়েছে, ইংরেজি কাগজ প্রোলেটারিয়ান এরা বেরিয়েছে, পাওয়া মাত্রই তিনি পড়তেন। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, জাতীয় ঘটনাবলি, প্রত্যেকটি সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির থেকে তিনি জানার বোঝার জন্য সংগ্রাম করতেন। যতবার আমাদের সাথে দেখা হয়েছে, আমি শুধু নয়, অন্য নেতাদেরও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন। কমরেড মানিক মুখার্জী আমাকে বলছিলেন, সাহিত্য নিয়ে, কাব্য নিয়ে, বহু আলোচনা করতেন তাঁর সাথে। শরৎচন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। একজন সত্যিকারের কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য, মার্কসবাদী নেতা হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য, ঐ ধরনের লেখা-পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, অত্যন্ত গরিব ঘর থেকে আসা একজন কমরেডের এই সংগ্রামটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, যেটা আমি আপনাদের বিশেষভাবে স্মরণ করতে বলব। আপনারা জানেন, এই জেলায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি দলে যুক্ত বিজ্ঞানীদের সাথে বৈঠক করে পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জেনে নিতেন, সেই কমরেডরা আমাকে বলেছেন। এক দিকে এত কাজ, একই সাথে সংগঠন গড়ে তোলা, সংগঠন রক্ষা করা, সংগঠনের বিস্তার ঘটানো, তার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করে গেছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন কোনওদিন তাঁর মধ্যে আসেনি, এত কাজের মধ্যে কখন পড়ব? কখন জানব? কাজ এবং পড়া তাঁর মধ্যে একত্রে মিশে গিয়েছিল। আমি এখনকার কমরেডদের কাছে এই জ্ঞান চর্চার দিকটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। যেকোনও কাজে, যেকোনও দায়িত্ব দিলে যখন দায়িত্ব নিতেন, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বপ্ন নিয়ে কার্যকরী করতেন, তাকে কার্যকর করার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম যাকে বলে সেটা করতেন। অসুবিধা আছে, সমস্যা আছে, বাধা আছে, কী করে করব — এ সব কথার সাথে কমরেড পৈলানের কোনও দিন পরিচয় ছিল না। বিপ্লবের স্বার্থে অসুবিধাকে জয় করতে হবে, যে কোনও বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। এই শিক্ষা দল থেকে পেয়েছেন। ফলে অসম্ভব বলে কোনও কিছু তাঁর জানা ছিল না।

বহু জায়গায় বহু বিপদের সামনে পড়েছেন। আমাকে এক কমরেড লিখে জানিয়েছেন, বৃদ্ধ কমরেড, অসুস্থতার জন্য আজ আসতে পারেননি হয়ত, কঙ্কনদিঘিতে জমিদারের এক কাছারি বাড়িতে পৈলান সাহেবকে বেঁধে মেরেছিল, তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নদী পার করে দিয়েছিল। আবার গেছেন, আবার মার খেয়েছেন, আবার তাড়িয়ে দিয়েছে। আর যিনি মেরেছেন, সেই নায়েব, তাঁর নাম ছিল কেষ্ট গাঁতাইত। সেই কেষ্ট গাঁতাইতকে কমরেড ইয়াকুব পৈলান মার খেতে খেতে কমরেড ঘোষের শিক্ষা, পার্টি শিক্ষার কথা বলেছেন। ঐ কেষ্ট গাঁতাইত পরবর্তীকালে পার্টির একটা শক্ত খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন রায়দিঘি-কঙ্কণদিঘিতে। তাঁরই ছেলে ছিল কমরেড পতিত গাঁতাইত। তাঁকে আপনারা অনেকে চেনেন। আমি কমরেড কেষ্ট গাঁতাইতকে দেখেছি। কমরেড সুবল সরদার, ইনি একসময় জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর লোক ছিলেন। কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সংস্পর্শে এসে তিনি দলের একজন সংগঠক হয়ে গেলেন। চোখের জল ফেলে কমরেডরা এসব কথা স্মরণ করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অনেক জায়গায় এরকম অনেক ঘটনা পাবেন। যারা আক্রমণ করতে এসেছে, বাধা দিতে এসেছে, তাদের মধ্যে যারা গরিব মানুষ, তাদের কাছে বারবার গেছেন। বুঝিয়েছেন, এ গরিবের আন্দোলন, এটা গরিবের পার্টি, তোমরা কেন জোতদার-জমিদারের হয়ে দালালি করবে? এইভাবে বুঝিয়ে তাদের জয় করেছেন।

কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এ জেলার সংগঠনের ভিত স্থাপন করেছেন। কমরেড রবীন মণ্ডল, কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড আমির আলি হালদার, কমরেড নলিনী প্রামাণিক, এঁরা বিভিন্ন এলাকায় একটা বিশাল জায়গা ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগঠন করেছেন। কিন্তু গোটা জেলায় বিভিন্ন জায়গার আলাদা আলাদা সংগঠনকে একত্রে গ্রথিত করে জেলা পার্টিকে একটা সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কমরেড ইয়াকুব পৈলানের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। আপনারা অনেকেই জানেন, বড় বড় মিটিং-এ তিনি খুব বেশি বক্তৃতা দিতেন না। কর্মীসভাতেও অল্প কথায় মূল কথাটা বলতেন। জ্বালাময়ী ভাষণ বলতে যা বোঝায়, এ সব তাঁর ছিল না— কার্যকরী কথা, মূল কথা, যা অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করত, মানুষকে অনুপ্রাণিত করত। কারণ কথাগুলো আসত তাঁর ভেতর থেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। যে কথা হৃদয় থেকে আসে, তা মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, গরিব মানুষের মুক্তি আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন, একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে গড়ে তোলা ও সংগঠিত করার রাজনীতিটা এমন করে তাঁর রক্তে-মাংসে মিশে গিয়েছিল যে তাঁর কথার মধ্যে যেন প্রাণ সঞ্চার হত এবং সে কথা অন্যের প্রাণকে স্পর্শ করত। সর্বহারা শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, সব কিছুই, যে কোনও প্রশ্ন, যে কোনও বিষয়বস্তু, যে কোনও আন্দোলন, জীবনের সবকিছু এই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি তে অতি সাবলীলভাবে বিচার করতে পারতেন। এটা তাঁর ইনসটিংক্ট হিসাবে গড়ে উঠেছিল। খুব কম সংখ্যক নেতা-কর্মীই এ ভাবে বিপ্লবী রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পেরেছেন।

যথার্থ অর্থে গরিব দরদি, জনদরদি বলতে যা বোঝায়, কমরেড ইয়াকুব পৈলান ছিলেন সেই জাতের মানুষ। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, ‘বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি’। অসংখ্য গরিব, অত্যাচারিত মানুষের প্রতি, হৃদয়ের ভালোবাসা, অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভালোবাসা নিয়েই এই রাজনীতির জন্ম। অচেনা, অজানা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গরিব মানুষের ব্যথা-বেদনা-চোখের জলকে বুকে নিয়ে যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসাই হচ্ছে বিপ্লবী রাজনীতির উৎস। কমরেড ইয়াকুব পৈলানের মধ্যে এই ভালোবাসা ছিল। যে কোনও গ্রামে গেছেন, যে কোনও বাড়িতে গেছেন, কোনও গাছের তলায় কিছুক্ষণ থেকেছেন, কোনও বাড়ির রান্নাঘরেও হয়তো গেছেন কোনও মা বোনের আমন্ত্রণে, কোনও হাটে-বাজারে বসেছেন, সর্বত্রই মানুষের মধ্যে তাঁর এই দরদি মনের উষ্ণ ছাপ তিনি রেখে গেছেন। এই জেলার অসংখ্য গরিব মানুষ, যাঁরা হয়তো দলের কর্মী নয়, এমনকী দলের সমর্থক-দরদিও নয়, সাধারণ গরিব মানুষ, তারা তাঁকে চেনে, জানে। বিপদে পড়লে তাঁর কাছে ছুটে আসত। জানত এই একটা মানুষই আছে —যে বিপদে পাশে দাঁড়াবে, সৎ পরামর্শ দেবে। এমনও আছে, স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ, প্রায় বিচ্ছেদ হয়ে যায়, কমরেড ইয়াকুব পৈলানের কাছে এসেছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে, তাঁর স্নেহের স্পর্শে, তাঁর গাইডেন্সে সম্পর্কের মধ্যে আবার মাধুর্য ফিরে এসেছে। সাধারণ সমর্থকরা পর্যন্ত এই মন নিয়ে আসতেন যে, উনি যা বলবেন তাই মেনে নেব। এই বিশ্বাস, এই আস্থা কীভাবে তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন? করেছিলেন উন্নত জ্ঞান, হৃদয়বৃত্তি ও চরিত্রের জোরে।

একবার তিনি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি কলকাতায় টালিগঞ্জে যে সেন্টারে থাকতাম, সেখানে কিছুদিন ছিলেন। ডাক্তাররা বলেছেন আপনি বিকাল বেলায় একটু হাঁটবেন। আমি কয়েক দিন বাদে দেখি, পাড়ার বাড়ি বাড়ি যারা কাজ করে, সেই পরিচারিকারা, তাঁর কাছে আসছে। পথে-ঘাটে দেখা, তাদের দুঃখ-ব্যথা শুনতেন, তারাও বুঝেছে এই মানুষটি আমাদের আপন লোক। আশপাশের বস্তি এলাকায় তিনি যাতায়াত শুরু করে দিলেন, সংগঠন গড়তে হাত দিলেন। এ কি কোনও নেতা তাঁকে বলে দিয়েছে যে, আপনি এখানে সংগঠন করুন, আপনার এটা দায়িত্ব! এ সবের জন্য তিনি কোনও দিন অপেক্ষা করে থাকেননি। যেখানে গরিব মানুষ, তাদের কান্না-ব্যথা-বেদনা, সেখানে কমরেড ইয়াকুব পৈলান হাজির। এরকম নেতা ক'জন পাওয়া যায়? কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার এক সার্থক সৃষ্টি কমরেড ইয়াকুব পৈলান— এ কথা আমি আপনাদের মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি।

কমরেড ইয়াকুব পৈলানের ব্যক্তিগত কোনও সম্পত্তি নেই। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া বলেও কিছু ছিল না। তাঁর একমাত্র চাওয়া-পাওয়া— গরিব মানুষ যাতে শোষণ থেকে মুক্ত হয়, সর্বহারা বিপ্লব যাতে জয়যুক্ত হয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি যাতে গড়ে ওঠে, শক্তিশালী হয়। তাঁর শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু, মজ্জা, মাংস, হাড় দেহাঙ্গ বলতে যা বোঝায়, এই সুরে বাঁধা ছিল। এ এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।

এই জেলার পার্টি দু'জন মহৎ ব্যক্তিত্বকে পেয়েছিল কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। তারপর এই তৃতীয় জন, একটা বিরল সংগ্রামী চরিত্র কমরেড ইয়াকুব পৈলান। এ জেলার গরিব মানুষের আন্দোলনের প্রতি, এই জেলার পার্টির প্রতি আমাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা আছে এই জন্য।

আমি এ কথাও বলতে চাই, এত বড় জেলার সম্পাদক, হাজার হাজার কর্মী যাঁকে মানে, যাঁর এক ডাকে হাজির হয়, যাঁর নির্দেশে জেলে যায়, লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়ায়, এমন যাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি-ক্ষমতা ছিল, সেই মানুষটির অহংকার বলে কোনও কিছু ছিল না। হামবড়া ভাব, অহংকার, যা মানুষকে বড় হতে দেয় না,

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

# রেলে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ও রেল অবরোধ

*মালদা*

*কৃষ্ণনগর*

*জলপাইগুড়ি*

*মেদিনীপুর*

## এ ছবি মন্বন্তরের নয়

না। এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কোনও ছবি নয়। আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত সোমালিয়া কিংবা ইথিওপিয়াও নয়, এ ছবি মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠানো ‘উন্নত’ ভারতের এক চা শ্রমিকের। যে ধূমায়িত চা না হলে সকালের ঘুমঘুম আবেশটা কাটে না, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শরীরের ঘাম-রক্ত নিংড়ানো শ্রমের বিনিময়ে যারা সেই চা তৈরি করে এ ছবি তাঁদেরই অন্যতম জিতবাহন মুন্ডার। বছর পঞ্চাশের এই শ্রমিক অনাহারে-অর্ধাহারে-অপুষ্টিতে কয়েক বছর ধরে ধুঁকছিল। ২৭ জুন তাঁর জীবনের স্পন্দন থেমে গেল। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তোলা এ ছবি।

ঠিক তার দু'দিন আগে ২৫ জুন আলিপুরদুয়ারকে জেলা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পাহাড় হাসছে, ডুয়ার্স হাসছে, চা বাগান হাসছে। মুখ্যমন্ত্রী যখন একথা বলছেন, তখন তরাই-ডুয়ার্সে ২১টি চা বাগান বন্ধ। কম করেও দশ হাজার শ্রমিক পরিবারের ৫০ হাজার মুখ তখন বিষাদে মলিন। রুজি রোজগার বন্ধ, উনুন জ্বলে না, সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সংবাদপত্রের পাতায় ছাপা হলেও শ্রমিক লাইনে তার দেখা মেলে না। হাসিটা আসবে কোত্থেকে? নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের বুকফাটা হাহাকার কি শাসকের গদিতে বসে হাসির মতো শোনায়!

ঘটনাটি রায়পুর চা বাগানের। জলপাইগুড়ি শহর থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দূরে। ৯ মাস ধরে বন্ধ এই বাগানটি। গত এক সপ্তাহেই দুই শিশু সহ সেলিনা তিরকি (৬০), তেতরি বড়াইক (৩৫), বাসু ওঁরাও (৫২) নামে আরও তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আরও কতজন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে কেউ জানে না। সরকার উদাসীন। ঠিকমতো খাবার না পেয়ে অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগেই যে এদের মৃত্যু এ কথা স্বীকার করতে মানা আমলাতন্ত্রের সিলেবাসে। এঁদের মৃত্যুর পেছনে অনাহার-অর্ধাহার-অপুষ্টিকে দেখতে পান না ডি এম, এস ডি ও বা রাজ্যের মন্ত্রীরা। পারার কথাও নয়। কারণ, মালিকের স্বার্থের হাই-পাওয়ার চশমা এঁটে গরিবের দুঃখ দুর্দশার দগদগে ছবিও দেখা যায় না।

**বন্ধ চা-বাগান**

জিতবাহন মুন্ডারা মালিকদের মুনাফা-কলের কাঁচামাল। তাদের নিংড়েই মালিকী সভ্যতার বিপুল বৈভবের ইমারত। মনে পড়ে যায় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের সেই কথাগুলি— ‘আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা— তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।’ এ কাজে যত দেরি হবে, আরও কত জিতবাহন এমন করেই চলে যাবে!

## জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ

মালিক ও সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলায় এই মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে বাগান খোলা, বন্ধের দিন থেকে মাসিক ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য, সুদ সহ বকেয়া পি এফ-এর টাকা ফেরতের দাবিতে ২৮ জুন জলপাইগুড়ি শহরে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি)। শিলিগুড়ির কোর্ট মোড় ও হাসমি চকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড তপন ভৌমিক অবিলম্বে বন্ধ চা-বাগানগুলি সরকারি অধিগ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

## চটশিল্পে সংকটের জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও মালিকরা

বন্ধ চটকলগুলি অবিলম্বে খোলার দাবিতে ২৭ জুন ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশন (ইজমা)-র দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে কয়েকশ শ্রমিক। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ইজমার চেয়ারম্যানকে ৫ দফা দাবিপত্র দেওয়ার সাথে সাথে শ্রমমন্ত্রীর কাছেও দাবিপত্র পেশ করা হয়। সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশেও দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে চটশিল্প বন্ধ করার জন্য মালিকদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। ১৫ জুন হুগলির ভদ্রেশ্বরের চাঁপদানি নর্থব্রুক জুটমিলের সিইও-র দুঃখজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মালিক এই মিলটিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক জারি করে। তারপরে একে একে জগদ্দলের অকল্যান্ড চটকল, হাওড়ার হনুমান চটকল, বজবজের নিউসেন্ট্রাল চটকলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝোলানো হয়। হাজার হাজার শ্রমিকের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক পরিবারে অনাহারের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন একযোগে মিল খোলার দাবি জানালেও মালিকরা অনড়। মালিকপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে। তাতে উৎপাদন শুরু করা বা ‘সাসপেনশন’ প্রত্যাহারে মালিকদের রাজি করাতে পারেনি সরকার। লক্ষণীয়, শ্রমিকরা ধর্মঘট ডাকলে বা কোনও রাজনৈতিক দল জনস্বার্থে বনধ ডাকলে, যে সবজান্তা সংবাদমাধ্যম উৎপাদন ব্যাহত হয় বলে চিল-চিৎকার শুরু করে, বনধকে ‘কর্মনাশা’ আখ্যা দিয়ে বনধ আহ্বানকারী দলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়, সেই সংবাদমাধ্যম মালিকদের এই ‘কাম বনধ’ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অদ্ভুতভাবে নীরব।

কেন এই সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক? মিল মালিকরা বলছে শ্রমিক-অশান্তি। কেন শ্রমিকরা অশান্ত? বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য জানালেন, পি এফ, গ্র্যাচুইটি, ই এস আই-এর কোটি কোটি টাকা যে মালিকরা বকেয়া রেখেছে সে কথা বাদ দিলেও, সম্প্রতি মালিকরা শ্রমিকদের পুরো ৮ ঘন্টা কাজ দিচ্ছে না। কোথাও ৫ ঘন্টা, কোথাও বা ৪ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। আবার সপ্তাহে ৬ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন কাজ করানো হচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকদের মাসিক আয় ২৫০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত কমে গিয়েছে। তীব্র মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে এমন হারে মজুরি হ্রাস শ্রমিকদের আতঙ্কিত করে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে কাজের ঘন্টা আরও কমানোর মালিকি ষড়যন্ত্রে শ্রমিকরা প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে, যার ফলে নর্থব্রুকে সিইও-র দুঃখজনক মৃত্যু হয়।

তা হলে একটা বিষয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, জুটমিলে কাজের ঘন্টা কমিয়ে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক মালিকরা চালাচ্ছিলই। সিইও-র মৃত্যু পুরোপুরি মিল বন্ধের অজুহাত মালিকদের সামনে এনে দেয়।

মালিকদের বক্তব্য, উৎপাদন কম করতে হচ্ছে, কারণ চাহিদার অভাব। কেন চাহিদার অভাব? কারণ গত বছরের নভেম্বরে পূর্বতন কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার খাদ্যদ্রব্যের জন্য চটের ব্যাগের অর্ডার বিপুলভাবে কমিয়ে দেয়। চটের ব্যাগের মূল ক্রেতা হল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে চট শিল্পে চাহিদার সংকট তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন কেন্দ্র এরকম সিদ্ধান্ত নিল? নিল আম্বানির মতো সিন্থেটিক গোষ্ঠীকে বিরাট বাজার ও মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। পার্লামেন্ট এবং স্ট্যান্ডিং অ্যাডভাইসরি কমিটিকে এড়িয়ে গিয়ে জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়ালস (কম্পালসারি ইউজ) অ্যাক্ট ১৯৮৭ কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন্দ্র পরিবেশ বান্ধব চটের ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং জনবিরোধী এই সিদ্ধান্ত নিল। যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক আজ গভীর সংকটে।

কিন্তু চটশিল্পের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চটকল মালিকরা কী ভূমিকা নিয়েছে? জুট প্যাকেজিং অ্যাক্ট ১৯৮৭ লঙ্ঘন করার জন্য কি তারা কোর্টে মামলা করেছে? এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন জানালেন— মালিকরা চিঠিপত্র দিলেও কার্যকরী কিছু

*আটের পাতায় দেখুন*

**রেলে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রেল অবরোধ।** বাঁ দিক থেকে হাবড়া, বাঁকুড়া, হলদিয়া ও বালিগঞ্জ

# যেখানে গরিব মানুষ, তাদের কান্না-ব্যথা-বেদনা, সেখানেই কমরেড ইয়াকুব পৈলান হাজির

*চারের পাতার পর*

ছোট করে, তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। হ্যাঁ, আত্মমর্যাদা বোধ ছিল অত্যন্ত উন্নত। দলকে অসম্মান করলে, দলের আদর্শকে অসম্মান করলে, তিনি প্রবল ক্ষিপ্ত হতেন। দলের কাজ করতে গিয়ে মার খেয়েছেন, লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, এতে তিনি অপমানিত বোধ করতেন না। কিন্তু দলবিরোধী সামান্য জিনিসও সহ্য করতে পারতেন না। এটা কম কথা নয়। কিছু নেতা, প্রথম দিকে যাই থাকুন, নাম হওয়ার পর, পরিচয় লাভ করার পর, খ্যাতি হওয়ার পর, অনেকে যখন তাঁকে মানে, তাঁরা নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। আমাদের দলে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এর বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর সংগ্রাম আছে। এখানে চর্চা হয়— যথার্থ বড় হও। যথার্থ বড় হও বলতে বড় চরিত্র অর্জন কর। মিথ্যা দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে, অপরকে ছোট প্রমাণ করে, নিজেকে বড় জাহির করে, কেউ বড় হতে পারে না। তারা ইতিহাসে টেকে না। এক ধরনের বড় লোক আছে, যাদের অনেক গাড়ি-বাড়ি-টাকা-পয়সা-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, আর এক ধরনের বড় লোক — যুগ যুগ ধরে যাঁরা গাছতলায় ছিলেন, গাছতলাতেই কাটিয়েছেন, গাছতলাতেই মারা গেছেন, কুঁড়ে ঘরে কাটিয়েছেন, খাবার জোটেনি, কিন্তু মানুষ হিসাবে বড়। সংগ্রামী আদর্শের ভিত্তিতে যথার্থ বড়। কমরেড ইয়াকুব পৈলান সেই ধরনের বড় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এটাও তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার। অকুতোভয় বলে একটা কথা আছে, আজকাল বেশি ব্যবহার হয় না। মানে কোনও কিছুতে যে ভয় পায় না। গরিব মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জন্য, বিপ্লবের জন্য, বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (সি)-র জন্য যেকোনও আক্রমণ-বাধা-নির্যাতন যা কিছু আসুক, মাথা উঁচু করে বীরদর্পে এগিয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, কমরেড ইয়াকুব পৈলান ছিলেন সেরকম অকুতোভয় নেতা।

ব্যক্তিগত নাম-যশ-অহংকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ-লালসা এসব কোনও কিছু তাঁর ছিল না। এই তো মারা গেছেন, তাঁর নিজস্ব বলতে দু'চারটা জামা খুঁজে পাবেন। তাও কমরেডদের দেওয়া বা কোনও সমর্থকের দেওয়া। হ্যাঁ, সম্পদ তাঁর ছিল, আছে, রেখে গেছেন। সারা জীবন যে শিক্ষা তিনি নিয়ে লড়েছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই শিক্ষা কর্মীদের কাছে রেখে গেছেন, দলটাকে রেখে গেছেন। গরিব মানুষের স্বার্থ, বিপ্লবী আন্দোলন, বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে বহুদূর তিনি এগিয়েছিলেন। অনেক উন্নততর জায়গায় গিয়েছেন, আমাদের দলের অনেক নেতারাও যেখানে পৌঁছাতে পারেননি। শিক্ষক থাকলেই হয় না, শুধু পথ থাকলেই হয় না। দেখতে হয় ছাত্র শিক্ষকের শিক্ষানুযায়ী কীভাবে লড়ছে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করছে। সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রের গড়ে উঠবার ক্ষেত্রে। কামার যেমন কামারশালায় লোহাকে আগুনে গলিয়ে তরোয়াল তৈরি করে, তেমনি করে নিজেকে বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনে পুড়িয়ে-গলিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে সামনে রেখে তিনি সম্পূর্ণ নিজেকে পাল্টে ফেলেছিলেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পার্টি, বিপ্লব আর গরিব মানুষের স্বার্থ ছাড়া আর কোনও কিছু তাঁর ছিল না। আমাদের দলেও এ ধরনের চরিত্র আমি খুব কম দেখেছি। আমিও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত।

কমরেড ইয়াকুব পৈলান ১৯৪৯ সালে দলে যুক্ত হন। আমি '৫০ সালে যুক্ত হই। আমার থেকে বয়সে ৫/৬ বছরের বড় ছিলেন। '৫১ সালে আমি এ জেলায় আসি ছাত্র সংগঠন গড়ার দায়িত্ব নিয়ে। খুবই স্নেহ করতেন। অনেক কথাবার্তা হত। কালক্রমে আমি পার্টির রাজ্য সম্পাদক, বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক। পার্টি আমাকে এ সব দায়িত্ব দিয়েছে। তাঁর সাথে প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল একটা মধুর সম্পর্ক, যা কখনও নষ্ট হয়নি। এই সম্পর্কের মধ্যে ছিল কত স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-মায়া-মমতা। এ সব মনে পড়ছে, সেজন্য আজ বলার শুরুতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। এত স্মৃতি জড়িয়ে আছে! কত দিনের কত ঘটনা, কত আলোচনা!

ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব কোনও নির্দেশ দিলে, সিদ্ধান্ত জানালে বা তাঁর কোনও সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলে, তিনি প্রথমে নিজেই বোঝার চেষ্টা করতেন। প্রশ্ন থাকলে, নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করে নিতেন, কিন্তু এখানে সেখানে আলোচনা করতেন না। ঊর্ধ্বতন কোনও কমিটির বা নেতৃত্বের সাথে মতপার্থক্য ঘটলে তিনি সেখানেই আলোচনা করে নিতেন। তাঁর এই মতপার্থক্যের কথা কাউকে জানতে দিতেন না। উপযুক্ত ফোরাম ছাড়া কোথাও কোনও আলোচনা করতেন না। বুঝে নিয়ে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। একবার ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করতেন, তাতেও ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করতেন। নেতৃত্বের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্য ছিল। কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিপ্লবী আচরণবিধি অনুসরণ করতেন। একদিকে কাজের সময় খুবই সিরিয়াস ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। আবার সকলকে নিয়ে খোলামনে গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টাও করতেন, কিন্তু তার মধ্যে হাল্কা কিছু থাকত না, উন্নত সংস্কৃতির সুর ও বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতা থাকত। উন্নত সাংস্কৃতিক মান ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কোনও কর্মী পিছিয়ে গেলে, দুর্বলতা ও ত্রুটির শিকার হলে খুব স্নেহ মমতা ও ধৈর্যের সাথে তাকে সংশোধন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

কত আঘাত তিনি পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন! তাঁর সন্তানতুল্য কর্মীরা, এক সময় কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসি জোতদারদের হাতে খুন হয়েছে, সিপিএম শাসনকালে কমরেড আমির আলি হালদার সহ ১৫১ জন নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। অশোক হালদারের মতো অতটুকু বাচ্চা ছেলে, তাকেও খুন করেছে। এ সব একের পর এক আঘাত বুকে বহন করেছেন। কিন্তু বিচলিত হননি। এতটুকু টলেননি। এগুলি তাঁকে আঘাত দিয়েছে। নির্বাচনের পরাজয় কিন্তু তাঁকে আঘাত দেয়নি। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র। তিনি জানতেন, আমাদের পার্টি ভোটভিত্তিক পার্টি নয়। নির্বাচন সর্বস্ব পার্টি নয়। আমাদের পার্টি গুরুত্ব দেয় আন্দোলন, লড়াই, বিপ্লবের উপর। নির্বাচন এলে বাধ্য হয়ে আমরা নামি। আমরা এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী হওয়ার দল নয়। এ দেশের মানুষ এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী, রাজা-বাদশা অনেক দেখেছে, আজও দেখছে। এই তো দেখুন না, লোকসভা নির্বাচনে আমরাও হেরেছি, সিপিএমও হেরেছে। তার জন্য আমাদের দলে ভাঙন ঘটছে কি? কোনও নেতা দল ছেড়েছে? কোনও কমিটি ভেঙে গেছে? কোনও কর্মী দল ত্যাগ করেছে? কিন্তু রোজ খবরের কাগজ খুললে দেখছেন ৩৪ বছর যারা শাসন করল— সিপিএম, ভোট সর্বস্ব পার্টি, মেকি মার্কসবাদের চর্চা করেছে, তারা আজ ভাঙছে। আমাদের দল তা নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড ইয়াকুব পৈলান জানতেন, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র হয়েছে লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মের জোরে। এম এল এ, এম পি-র জোরে নয়। চীনে সমাজতন্ত্র হয়েছে মহান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে দীর্ঘ মরণজয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, এম এল এ, এম পি-র জোরে নয়। ভিয়েতনাম মুক্ত হয়েছে এম এল এ, এম পি-র জোরে নয়। শোষিত মানুষের, গরিব মানুষের বিপ্লবী চেতনা এবং বিপ্লবী চরিত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত সংগ্রামী বাহিনী, লড়াকু বাহিনী, মুক্তি বাহিনী— তারাই এ সব দেশে মুক্তি এনেছে। আমাদের দল এই শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে নির্বাচনী পরাজয় তাঁকে আঘাত দেয়নি, আঘাত পেয়েছেন বারবার যখন এতগুলি নেতা, এতগুলি কর্মী, যাঁদের পেছনে এত অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদেরকে হত্যা করছে। তাদের মায়েরা, তাদের স্ত্রীরা যখন কাঁদছেন, তখন কী রকম ব্যথা লাগে? এই মানুষটি সেই ব্যথাও সহ্য করেছেন একজন বিপ্লবী হিসাবে অবিচলিতভাবে। সেই ব্যথা বুকে বহন করেছেন, কিন্তু বাইরে খুব বেশি টের পেতে দেননি, এটাও কম কথা নয়! কমরেড ইয়াকুব পৈলান বিপ্লবী চরিত্রে, উন্নত রুচি-সংস্কৃতিতে, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন সব কিছুকে পেছনে রেখে, উন্নত কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রামে একজন সার্থক যোদ্ধা হিসাবে এগিয়ে ছিলেন। এ এক সর্বাত্মক সংগ্রাম। এ সংগ্রামে কোনও ফাঁকি, আপস, ত্রুটি পাওয়া যাবে না।

তিনি শুধু পার্টির সাংগঠনিক নেতা ছিলেন না। তিনি জননেতাও ছিলেন। আমি জননেতা — বড় বড় মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছি, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছি, আন্দোলন করছি, জনগণ জানে-চেনে। এটা একটা কাজ। কিন্তু পার্টি গড়ে তোলার কাজটা আরও কঠিন কাজ। এক একটা মানুষকে বিপ্লবী মন্ত্র দিয়ে দীক্ষিত করা, পাল্টে ফেলা, তাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে মুক্ত করা, তাকে সংগ্রামের সৈনিকে পরিণত করা, পাশাপাশি কমিটি গড়ে তোলা, সেই কমিটিকে পরিচালনা করা, দলের আভ্যন্তরীণ প্রোগ্রামগুলিকে কার্যকর করা, এ হল সাংগঠনিক নেতার কাজ, যা আরও কঠিন। অনেক সময় বিপ্লবী দলে কেউ জননেতা থাকে, কেউ সাংগঠনিক নেতা থাকে। আবার বিরল হলেও সাংগঠনিক নেতা এবং জননেতা এই দুই বৈশিষ্ট্য নিয়েও কেউ কেউ থাকেন। এই বিরল ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন।

১৯৯৩ সালে যখন মৈপীঠে সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনী ঘর জ্বালাচ্ছে, খুন করছে, মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, নারী ধর্ষণ করছে, আমাদের দলের শত শত পরিবার ঘর ছাড়া, কমরেড ইয়াকুব পৈলান বৃদ্ধ বয়সে ছুটে গিয়েছিলেন। সে এলাকায় ঢুকে গিয়েছিলেন। '৯৩ সাল মানে আজ থেকে একুশ বছর আগে। তখনই তিনি বৃদ্ধ। সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনী তাঁকে নৃশংসভাবে বাঁশ দিয়ে পেটাতে থাকে। সেদিনই মারা যেতেন। আমাদের কিছু কর্মী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, তারা তাদের পিঠে বাঁশের আঘাত নিতে থাকে। তিনি ছুটে গিয়েছিলেন কেন? কমরেডরা মার খাচ্ছে, চুপ করে থাকতে পারেননি, ছুটে গিয়েছিলেন। এই আক্রমণের পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। খুব শক্ত স্বাস্থ্য ছিল, খুব পরিশ্রম করতে পারতেন, যে কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারতেন। আমি নিজে দেখেছি, আপনারা ভাবতে পারবেন না। জেলার অতবড় নেতা, জয়নগরে কমরেড সুধীর ব্যানার্জী একটা ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন, তার আগে দুর্গাপুরে থাকতেন, তারও আগে একটা মাটির ঘরে থাকতেন। ইঁট জড়ো করে মাটির হাঁড়িতে রান্না করতেন। দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে থাকতেন। এ সব দেখা চোখের সামনে। যতদিন পেরেছেন তিনি নিজের জামা কাপড় কাচতেন, অন্যদের কাচতে দিতেন না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, ঘর মুছছেন যতদিন পেরেছেন, কোনও কর্মীকে তিনি করতে দিতেন না। এ সব স্বচক্ষে দেখেছি। খুব বেশি দিনের কথা নয় এ সব। যে কোনও কাজ করতেন খুব নিখুঁতভাবে। একটাই সার্ট, হয়ত কোথাও ছিঁড়েও গেছে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে কোনও বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।

ছোটদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ওঁর ভায়ের মেয়ে কমরেড সফি, পার্টি করে, বড় কাকু বলে ডাকত। তার ডাক থেকে বড় কাকু নামটাই ছোটদের মধ্যে জেলায় ছড়িয়ে গেল। তাঁকে পেলেই ছোটরা বড় কাকু বলে ঘিরে ধরত। অত্যন্ত সহজভাবে মিশতেন। তাঁর স্নেহ ভালোবাসার স্পর্শে, তাদের বিবেক জাগত, মনুষ্যত্ব জাগত। তিনি কোনও কথা বললে ওরা না করতে পারত না। এই শিক্ষিত জয়নগর শহর নিয়ে প্রথম দিকে তাঁর দ্বিধা ছিল। কিন্তু তাঁর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই জয়নগরের শিক্ষিত মানুষ, যাঁরা আমাদের দলের সাথেও যুক্ত নন, অন্য দলের লোক, তাঁরাও কিন্তু এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে পারেননি। ঐ যে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন— নিজেকে ভেঙে গড়ুন, সকলকে জয় করুন। এই গোটা সংগ্রামটাই করেছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টিটাকে গড়ে তোলা, শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা করেছেন।

আমি একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, মেদিনীপুরে আমরা একটা ছোট্ট হাসপাতাল মতো করেছি, আপনিও এই জেলায় করুন না। উনি একটা বড় উদ্যোগ নিতে গিয়েছিলেন। বড় হাসপাতাল, গরিবদের অল্প পয়সায় যাতে

*সাতের পাতায় দেখুন*

# কমরেড ইয়াকুব পৈলানের জ্ঞানের পিপাসা ছিল প্রবল

*ছয়ের পাতার পর*

চিকিৎসা হয়। এই নিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী বললেন, সরকারই হাসপাতাল চালাতে পারছে না, আপনি কী করে চালাবেন? তারপর সেই প্রচেষ্টাই একটা ছোট রূপ নিল 'স্বাস্থ্যসদন' আকারে। এটাও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিদিন খোঁজ রাখতেন। দলের কোনও নেতা-কর্মী, কোনও সমর্থক অসুস্থ হয়েছে শুনলেই উৎকণ্ঠিত হতেন। কী রকম আছেন, কোথায় চিকিৎসা হচ্ছে, কী চিকিৎসা হচ্ছে, বারবার খোঁজ নিতেন।

শুধু দলের নেতা নয়, সমস্ত গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষের অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমন ঘটনাও আমি জানি, আমাদের দলের কর্মীর সাথে অন্য দলের কর্মীর জমি নিয়ে বিরোধ হয়েছে, আমাদের দলের কর্মী অন্যায় করছেন। কমরেড পৈলান সাহেব গিয়ে অন্য দলের কর্মীর পক্ষে রায় দিলেন। নিজের দলের কর্মী বলে তার পক্ষে রায় দিলেন, এরকম নয়। এ সব মিথ্যাচার তাঁর ছিল না। কোনও দিক থেকেই ছিল না। মিথ্যার সাথে কোনও দিন কোথাও আপস করেননি। কত মেয়েরা আসতেন চোখের জল নিয়ে, বাড়ির অশান্তি নিয়ে, দুঃখ কষ্ট নিয়ে। তাঁর ভালোবাসার স্পর্শে, স্নেহের স্পর্শে তারা মন হাল্কা করে ফিরে যেত। এই রকম নেতা ক'জন থাকে!

তাই আমি বলছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমরা সকলেই লড়ছি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের প্রমাণ দিয়ে যেতে হবে, কতটা আমরা আমাদের রক্ষা করতে পেরেছি। এটা কমরেড ইয়াকুব পৈলান প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন, তিনি আমৃত্যু বিপ্লবী ছিলেন। আমি ভাবতে পারিনি, তাঁকে এবার আমরা হারাব। এর আগেও কয়েকবার কঠিন রোগ হয়েছিল। শ্বাসকষ্টে ভেন্টিলেশনেও গিয়েছিলেন, আবার বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এবার বেরোতে পারলেন না। উনি বর্তমান জেলা অফিসের তিন তলায় থাকতেন। আমরা যখন আসতাম দোতলা পর্যন্ত নামতেন। দোতলায় গেলেই উনি রেড স্যালুট দিতেন, আমরাও রেড স্যালুট দিতাম। যতক্ষণ না বসতাম, বসতেন না। এ আমার প্রতি নয়, দলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। কিন্তু এবার দেখলাম— জয়নগরের শান্তি সংঘের মাঠে মিটিং-এর দিন আমি যখন এলাম, বেশ কিছু দিন বাদে আমি এসেছি, পৈলান সাহেব কিন্তু রাস্তায় নেমে এলেন। নেমে আমাকে রেড স্যালুট দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। আমি বললাম, আপনি এই শরীর নিয়ে নামলেন? তারপর আবার মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুরের মিটিং-এ গেলেন। বৃষ্টি পড়ছে, আমি কমরেড নন্দ কুণ্ডুকে বললাম, তোমরা পৈলান সাহেবকে নিয়ে এলে কেন? ও বলল, আমাদের কথা শুনবেন? তারপর দেখলাম কুলতলির সিকির হাটের মিটিংয়েও গেলেন। কেন এত ঝুঁকি নিয়ে এই শরীরে যাচ্ছেন? এই প্রশ্ন আমার ছিল। মৃত্যুর পর বুঝতে পারছি, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না। (কান্নায় গলা ভারি হয়ে আসে)। ওই যে রাস্তায় নেমে আমাকে রেড স্যালুট দিলেন, আর তিনটি জায়গায় কর্মীসভায় গেলেন, কর্মীদের শেষ বারের জন্য দেখা দিলেন, (কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে একটু থেমে যান)। আমি আজ আর খুব বেশি বলতে চাই না। এই চোখের জল, শ্রদ্ধা— তার যথার্থ মূল্য হচ্ছে, এই মানুষটি যে মহান বিপ্লবী আদর্শের জন্য লড়েছেন, যে দলটাকে গড়ে তোলার জন্য লড়েছেন, তাকে আপনারা রক্ষা করুন, শক্তিশালী করুন।

দেশে আজ খুব দুঃসময়। এত বড় দুঃসময় এ দেশে আগে আসেনি। এ দেশে বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র নজরুল জন্মেছেন। ভারতবর্ষের এই দুর্গতি তাঁরা কেউ দেখে যাননি। দেশে কোটি কোটি বেকার, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরছে। হাজার হাজার মানুষ খিদের জ্বালায়, ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে, অন্ধকারে গরিব ঘরের মেয়ে-বউরা রাস্তায় নামছে নিজেদের বিক্রি করার জন্য। হাজার হাজার নারী পাচার হয়ে যাচ্ছে, শিশু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কাগজে এ সব বেরোচ্ছে, আপনারা দেখছেন। একদিকে এই সংকট, অন্য দিকে কংগ্রেসকে দেখলেন, বিজেপিকে দেখছেন— এই তো উন্নয়ন! উন্নয়নের এক ধাক্কায় রেলভাড়া, ডিজেল-পেট্রোল-কেরোসিন এ সবের দাম বেড়ে গেল। অন্য দিকে টাটা-আম্বানি-আদানি এদের কর কমিয়ে দিচ্ছে, ট্যাক্স কমিয়ে দিচ্ছে। এরা কম সুদে ব্যাঙ্ক থেকে যাতে যত খুশি টাকা নিতে পারে তার ব্যবস্থা করছে। এরা ব্যাঙ্ক থেকে যে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে সেগুলি মকুব করে দিচ্ছে। আর গরিবের ওপর আক্রমণ হচ্ছে একটার পর একটা। এ রাজ্যে ৩৪ বছরের সিপিএম শাসন দেখেছেন। অত্যাচারী শাসন, গরিব মানুষের ওপর কত জুলুম, কত সন্ত্রাস দেখেছেন। এই অবস্থার পরিবর্তনের নাম করে যে তৃণমূল ক্ষমতায় এল, তাকেও দেখছেন কী পরিবর্তন এনেছে! একইভাবে শোষণ, অত্যাচার, জুলুম, সন্ত্রাস চলছে। আর তার চেয়েও বড় সংকট এ দেশে মনুষ্যত্বের সংকট। এ দেশের শাসকরা মনুষ্যত্বকে গলা টিপে হত্যা করছে। মানুষকে অমানুষ করছে। মদ খাও, জুয়া খেলো-সাট্টা খেলো, নারী দেহ নিয়ে নোংরামি কর— গোটা যুব সম্প্রদায়কে, ছাত্রদের এ দিকে ঠেলছে। বলছে বিদ্যাসাগরকে ভুলে যাও, নজরুলকে, শরৎচন্দ্রকে, সুভাষচন্দ্রকে ভুলে যাও। অতীতকে ভুলে যাও। গ্রামাঞ্চলেও তার প্রভাব পড়ছে— শুধু চাই টাকা আর টাকা! যেভাবে হোক টাকা চাই, আর নোংরাভাবে ফূর্তি কর। বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। স্ত্রীকে মার্ডার করছে স্বামী। ভাই বোনকে বিক্রি করে দিচ্ছে। কোথায় ধর্ম? কোন ধর্ম এর বিরুদ্ধে লড়ছে? কোন মন্দির লড়ছে? কোন মসজিদ, কোন গির্জা লড়ছে? অথচ যাঁরা একদিন ধর্মীয় বাণী নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সে যুগে এ সব অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কমরেড পৈলান সাহেব বুঝেছিলেন, এ লড়াইয়ে একমাত্র আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তাই কমরেড পৈলান সাহেবকে যথার্থভাবে স্মরণ করতে হলে, তাঁর এই সংগ্রামকে স্মরণ করতে হবে। যার জন্য গোটা জীবনটা দিয়ে গেলেন। তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করে দিয়ে গেলেন। এই কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে আপনারা চিনুন, জানুন, স্মরণ করুন। আমাকে কুলতলির গোপালগঞ্জ থেকে একজন চিঠি লিখেছেন। আসতে পারেননি, তিনিও বৃদ্ধ, পৈলান সাহেবের পুরনো দিনের সাথী, তাঁরও বয়স ৮৫ বছর। লিখেছেন, 'কমরেড, দেখবেন আমার বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যেন এই পার্টিটা করে।' এমন করেই পুরনো দিনের কমরেডরা ভাবছেন।

আমি চাই, আপনাদের ঘরে ঘরে কমরেড ইয়াকুব পৈলান জন্ম নিক। কমরেড আমির আলি হালদার জন্ম নিক। এই ধরনের লড়াকু সৈনিকরা জন্ম নিক। সেইভাবেই নিজেদের গড়ে তুলে দলকে গড়ে তুলুন, রক্ষা করুন, মজবুত করুন, শক্তিশালী করুন। কমরেড ইয়াকুব পৈলানের স্বপ্ন ছিল, তিনি বারবার নেতৃত্বকে বলেছিলেন, আমি নতুন জায়গায় গিয়ে সংগঠন করব। পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সময় আমাকে দিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জীকে বলে পাঠিয়েছিলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা আমাকে বাদ দিয়ে চলবে। যেখানে পার্টির কাজ শুরু হয়নি, এরকম জায়গায় আমি যেতে চাই। কমরেড নীহার মুখার্জী বললেন, এই জেলায় আপনার এখনও প্রয়োজন আছে। এরকম মনের কমরেড চাই— যাঁরা নতুন জায়গায় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, স্মরণ বলতে প্রয়াত কমরেড ইয়াকুব পৈলানের এই সব গুণাবলি অর্জনের সংগ্রামকে বোঝায়। তিনি যেভাবে আমৃত্যু কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হওয়ার জন্য লড়াই করে গেছেন, সেইভাবে লড়াই করাটাকেই বোঝায়। আশা করি সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেইভাবে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। এই বলে আজ আমি শেষ করছি।

# রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের এক নমুনা

*একের পাতার পর*

রাজ্যে সিন্ডিকেট ব্যবসার সূত্রপাত। ইমারতি দ্রব্য সরবরাহের আড়ালে এলাকার দখলদারিও অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে বহু জায়গায়। সিপিএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর স্নেহধন্য অনেকেই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তোলাবাজি চালিয়ে ফুলেফেঁপে উঠেছেন, এটা সকলেই জানেন। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর সিন্ডিকেটগুলি সিপিএমের থেকে তৃণমূলের হাতে যায়। তৃণমূল নেতারা দেখেন একদিকে বিপুল রোজগার, অপরদিকে এলাকায় দখলদারি কায়েম করার দারুণ উপায় তৈরি করে রেখে গেছেন সিপিএম নেতারা। স্বাভাবিকভাবেই এই চক্র ভাঙার বদলে তাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন তাঁরা। যাঁরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন, সেই তৃণমূল নেতারা এখন সিন্ডিকেটের সৌজন্যে ইনোভা-স্করপিও গাড়ি ছাড়া চলতে পারেন না।

২০১১ সালে রাজারহাট-নিউটাউনে সিন্ডিকেট নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে খুন হন স্বপন মণ্ডল নামে স্থানীয় তৃণমূল নেতা। সেই সময় এই খুনে অভিযুক্ত হয়েছিল বর্তমান শ্রমমন্ত্রীর আস্থাভাজন দুষ্কৃতীরা। এই হত্যাকাণ্ডের পর অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'তৃণমূলের পরিচিত কেউ সিন্ডিকেট ব্যবসায় জড়িত থাকতে পারবেন না। কেউ সিন্ডিকেট, প্রোমোটারি ব্যবসায় যুক্ত থাকলে তাকে দল ছাড়তে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁর নির্দেশ কার্যকর করেন, তবে ঠগ বাঁছতে গা উজাড় হয়ে যাবে না তো?

বাস্তবে এই আশঙ্কা থেকেই নাকের ডগায় তৃণমূল নেতাদের নেতৃত্বে সিন্ডিকেটের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠলেও আজ পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর দল। একের পর এক ঘটনাতেও তিনি 'স্পিকটি নট'। কিন্তু তৃণমূলের দিকেই যখন অভিযোগের আঙুল তুলছে সাধারণ মানুষ এবং এর পিছনে যখন যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে, তখন তো সকলেই চুপ করে থাকতে পারে না। তাই তৃণমূলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় সিপিএম-বিজেপির জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে দায় এড়াতে চেয়েছেন। যদিও দেখা যাচ্ছে সংঘর্ষে নিহত বা আহত ব্যক্তিরা যেমন তৃণমূলের, তেমনই হামলায় জড়িত থাকা ব্যক্তিরাও তৃণমূলের বলেই অভিযোগ উঠছে। এর মধ্যেই তৃণমূলের মহাসচিব আলটপকা বলে ফেলেছেন, 'এটা দলের ব্যাপার, আমাদের দেখতে দিন।' আবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক 'আমাদের দলের সঙ্গে সিন্ডিকেটের কেউ নেই' বলে সাফাই গেয়েছেন। পরিবহণ মন্ত্রী তো আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'সবটাই সংবাদমাধ্যমের সৃষ্টি, সংবাদমাধ্যমই দুষ্কৃতী এনে গোলমাল করাচ্ছে।' অথচ আর এক নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'দলের পুরনো কর্মীরা এ সবের সঙ্গে যুক্ত নন। নতুন যারা তৃণমূলে এসেছেন, তারা এ সবের সঙ্গে যুক্ত।' আবার শাসকদলের বিরোধীদের ঘাড়ে দায় চাপানোর কৌশলকে নস্যাৎ করে তৃণমূলেরই বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত বলেছেন, 'কোনও দলের নামে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে লাভ নেই। লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকেছে, তারাই এ সব করছে।' এসব বক্তব্য থেকে জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা যে, সিন্ডিকেট ব্যবসার রমরমায় তৃণমূলের নেতারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

আদর্শগতভাবে দেউলিয়া ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলগুলি এভাবেই কিছু লোককে অনৈতিক উপায়ে 'করে খাওয়ার' ব্যবস্থা করে দেয়। বিনিময়ে এরা সরকার বিরোধীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, সাধারণ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে এবং অসদুপায়ে অর্জিত টাকার বখরা দেয় সরকারি দলের নেতাদের। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছে, তা হলে কোথায় পরিবর্তন? সমাজবিরোধী-দুষ্টচক্রের দাপট তো আরও বাড়ছে। বাস্তবে এই দেউলিয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে হবে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে সিন্ডিকেট রাজ বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015



# রেলে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ও রেল অবরোধ

শিলিগুড়ি

মেছেদা

সিউড়ি

রিষড়া

# হায় রে শিল্পায়ন !

*একের পাতার পর*

মুনাফা করছে, তা নজরদারির আওতায় আনা দরকার সামগ্রিক 'আর্থিক সুস্থিতির' জন্য। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, টাকাকড়ির বাজারে ইনফোসিস বা টি সি এস কিংবা ভেল-এর মতন বিশাল কোম্পানিগুলো কী কারবার করছে, তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খোঁজ রাখে না। এটা জানা দুঃসাধ্য কিছু নয়। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে, সরকারি ঋণপত্র, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, বা নানা ধরনের ফাটকা কারবারে এদের টাকা খাটছে। 'পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট' বলে একটা শব্দই চালু আছে। যেটার অর্থ এ জাতীয় বিনিয়োগ, দেশ-বিদেশের বিশাল বিশাল মাল্টিন্যাশনাল শেয়ার বাজারে ফাটকায় হাজার হাজার কোটি টাকা খাটায়। এই ফাটকার ব্যবসায় মাল্টিন্যাশনালগুলো নিত্যনতুন ইনস্ট্রুমেন্ট বা হাতিয়ার বের করছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরকমই একটি নতুন উপায়ের কথা বলে ভারতের বাজারে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির ঢোকার সম্ভাবনা দেখিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে নজরদারি করার জরুরি প্রয়োজনের কথা বলেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি সমীক্ষা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সামান্য রিপোর্ট থেকে পুঁজির বর্তমান ছবি বা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট বেরিয়ে এল। যার প্রধান কথাই হচ্ছে, পুঁজি এখন শিল্পে বিনিয়োগ করে কারখানা স্থাপন, উৎপাদন ও বিক্রি এই প্রক্রিয়ায় মুনাফায় আগ্রহী নয়। তারা এখন শিল্পের বাজার ছেড়ে টাকাকড়ির বাজারে সুদ কামাবার ফাটকার কারবারে ছুটছে। বিশাল বিশাল কোম্পানিগুলো পুঁজির অভাবে ভুগছে না, উদ্বৃত্ত পুঁজির সমস্যায় ভুগছে। আর এই উদ্বৃত্ত বা 'অলস' নগদ টাকা ঢালছে সুদ কামাবার ফাটকা কারবারে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অচল? আদৌ নয়। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে মহান লেনিনের লেখাগুলি পড়লেই দেখা যাবে, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন— বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে পুঁজিবাদ কীভাবে পরগাছা, ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র নিয়েছে, একচেটিয়া পুঁজিবাদে পৌঁছে পুঁজি কীভাবে উৎপাদন ক্ষেত্র ছেড়ে বেশি বেশি সুদের ফাটকায় ঢুকছে, 'উৎপাদন-বিক্রি' এই পথ ছেড়ে বিভিন্ন ঋণপত্র কেনা-বেচাতেই পুঁজি ঢালছে ও মুনাফা করছে।

এর ভিত্তিতে লেনিন দেখান যে, এই যুগে পুঁজির তথা পুঁজিপতিশ্রেণির এই ফাটকা চরিত্রের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর শিল্পের অবাধ বিকাশ ঘটাতে পারে না। এ যুগে পুঁজিবাদ বিকাশ নয়, শিল্পের চরম সংকট সৃষ্টি করবে। কারণ, চরম শোষণের দ্বারা দেশে ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস বাজারকে সংকুচিত করে শিল্পসংকট ডেকে আনবে। এই বাজার সংকট কাটাবার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা নানা ফর্মূলা বের করেছেন, সেগুলো সাময়িক কিছু ফল দিলেও স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। যার প্রমাণ আজকের বিশ্বজোড়া ভয়াবহ মন্দা।

ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, রিলায়েন্সের মতো কোম্পানি, ভেল-এর মতো সরকারি কোম্পানির উদ্বৃত্তের পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা। সেটা তারা দেশের বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য শিল্পের উন্নয়ন ঘটাবার জন, নতুন শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করছে না, ফাটকা কারবার করে সুদ কামাবার লক্ষ্যে ঢালছে।

এ কারণেই আমরা বলি, যেসব নেতা-মন্ত্রীরা গদিতে বসার আগে ও পরে 'ঐ শিল্প আসছে', 'শিল্প দিয়ে দেশ ভরিয়ে দেব' বলে ভাষণ দিচ্ছেন, হয় তারা অজ্ঞ, না হয় মস্তবড় ঠগবাজ। আজকের যুগে আমাদের দেশে অবাধ শিল্পায়ন একমাত্র হতে পারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এখানেই সর্বহারা বিপ্লবের জরুরি প্রয়োজনীয়তা বা অপরিহার্যতা।

## কমরেড ইয়াকুব পৈলান স্মরণে কেন্দ্রীয় সভা

**৭ জুলাই, বেলা ৩টা**
**শরৎসদন, হাওড়া**
**বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী**
**সভাপতি ঃ কমরেড রণজিৎ ধর**

# চটশিল্প ঃ সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে

*পাঁচের পাতার পর*

করেনি। বাস্তবে সিন্থেটিক লবির বিরুদ্ধে বাংলার জুট লবির কার্যত কোনও ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে না। তারা রাজ্য সরকারের উপরও চাপ সৃষ্টি করেনি যাতে রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেয় ঐ অর্ডার বাতিল করে।

ফলে একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান বলেন, এখন পাট কাটার সময়, 'চাহিদার অভাব' আওয়াজ তুলে পাটের দাম কমিয়ে দিতেই মালিকরা এইসব করছে। চাহিদা নেই কথাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করাতে পরিকল্পিত ভাবে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক করানো হচ্ছে। সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক করে দিলে শ্রমিকদের বেতনও দিতে হচ্ছে না। সব মিলে সাময়িকভাবে মিল বন্ধ করে দেওয়া মালিকদের কাছে সোনায় সোহাগা।

চটশিল্পের সঙ্গে সরাসরি আড়াই লক্ষ শ্রমিক ও চল্লিশ লক্ষ পাটচাষি পরিবারের প্রায় দু'কোটি মানুষের বেঁচে থাকা এর উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ভূমিকা কী? তারা কি চটকল মালিকদের শ্রম আইন মানতে বাধ্য করেছে? শ্রমিকদের যেসব পাওনা রয়েছে তা দ্রুত দেওয়ার জন্য মালিকদের নির্দেশ দিয়েছে? পরিবেশ বান্ধব চটের ব্যাগের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে? তৃণমূল সরকার এসব কিছুই করেনি। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যের অন্যতম প্রধান ফসল ধান ও আলুতে চটের ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করলে একটা আঞ্চলিক বাজার তৈরি হতে পারত। রাজ্য সরকার তাও করেনি। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর বলেন, 'কেবল কেন্দ্রীয় সংস্থাই নয়, রাজ্যের এজেন্সিগুলিও চটের ব্যাগের অর্ডার কমিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রীকে তিনি প্রশ্ন করেন, কেন এটা হবে? যেখানে এই রাজ্যে ৭৫ শতাংশ চটকল আছে, এবং এই শিল্পের সঙ্গে এত লক্ষ শ্রমিক ও চাষির স্বার্থ জড়িয়ে আছে, সেখানে এই রাজ্যের পাট সংগ্রহ পলিসি থাকবে না কেন?' কিন্তু এ সব নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। অন্য দিকে বিজেপির নরেন্দ্র মোদি, যিনি কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে নির্বাচনের আগে দেশজুড়ে বক্তৃতা করেছেন তিনি ক্ষমতায় বসেই আম্বানির সিন্থেটিক গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রণীত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই বহাল রাখছেন।

পরিস্থিতি দেখাচ্ছে, বৃহৎ একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থরক্ষার্থে বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে কী অদ্ভুত মিল। দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক চাষিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া বাঁচার কোনও রাস্তা নেই।

## ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদ দিল্লিতে

*রেলভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দিল্লির বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী*

## মুম্বইয়ে বিক্ষোভ

*বক্তব্য রাখছেন মহারাষ্ট্রে দলের ইনচার্জ কমরেড অনিল ত্যাগী। উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী ও অন্য নেতৃবৃন্দ।*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in